চ্যাটজিপিটির নতুন ভার্সন জিপিটি-৫ রিলিজ করেছে ওপেনএআই,কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় নতুন দিগন্ত



সংগৃহীত ছবি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) জগতে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে ওপেনএআই। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট ২০২৫) প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছে তাদের সর্বাধুনিক ভাষা মডেল জিপিটি–৫ (GPT-5)। এটি এখন থেকে চ্যাটজিপিটির ডিফল্ট মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হবে, ফলে ফ্রি, প্লাস, প্রো, টিম, এন্টারপ্রাইজ ও এডুকেশন—সব ধরণের ব্যবহারকারীই এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

জিপিটি–৫ মূলত আগের সব শক্তিশালী মডেলের ক্ষমতাকে একত্রিত করেছে। প্রশ্নের ধরন ও জটিলতার ওপর নির্ভর করে এটি দ্রুত উত্তর দেওয়ার জন্য একটি ফাস্ট বেস মডেল বা গভীর বিশ্লেষণের জন্য একটি "থিঙ্কিং" মডেল বেছে নেয়। এর ফলে সাধারণ প্রশ্ন থেকে শুরু করে জটিল গবেষণা, কোডিং কিংবা বিশ্লেষণ—সবক্ষেত্রেই এটি আগের চেয়ে আরও নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক উত্তর দিতে সক্ষম।

ওপেনএআই জানিয়েছে, লেখালেখি, প্রোগ্রামিং, গণিত, স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য এবং ভিজ্যুয়াল বোঝাপড়ায় জিপিটি–৫ নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। কথোপকথনের মান, যুক্তির গভীরতা ও সঠিকতার দিক থেকে এটি প্রায় পিএইচডি পর্যায়ের বিশেষজ্ঞের মতো পারদর্শী হয়ে উঠেছে।

নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকেও এসেছে বড় উন্নতি। নতুন মডেলে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভুল তথ্য দেওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। পাশাপাশি ব্যবহারকারীর সব কথায় অযথা সম্মতি দেওয়ার প্রবণতাও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

চ্যাটজিপিটিতে এখন আর আলাদা মডেল বেছে নিতে হবে না—সব ব্যবহারকারী সরাসরি জিপিটি–৫–এ সংযুক্ত থাকবেন। তবে পেইড ব্যবহারকারীরা উন্নত সংস্করণ "GPT-5 Thinking" ও "GPT-5 Pro" ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে কাস্টমাইজড ব্যক্তিত্ব বেছে নেওয়ার সুবিধা, চ্যাটের রঙ পরিবর্তনের অপশন এবং জিমেইল ও গুগল ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের সুযোগ।

ডেভেলপারদের জন্যও এসেছে নতুন সম্ভাবনা। গিটহাব কোপাইলট ও মাইক্রোসফট আজুর এআই ফাউন্ড্রির মতো প্ল্যাটফর্মে জিপিটি–৫ যুক্ত হচ্ছে, যা আরও স্মার্ট কোড লেখা, স্বয়ংক্রিয় ডিবাগিং এবং জটিল প্রজেক্টে উন্নত সহায়তা দেবে।

ওপেনএআই মনে করছে, জিপিটি–৫ শুধু গতি বা সঠিকতার উন্নতি নয়—এটি মানুষের সঙ্গে এআই–এর সম্পর্কের ধরনই বদলে দেবে। প্রযুক্তি বিশ্লেষকরা বলছেন, এই উন্মোচন এআই প্রতিযোগিতার নতুন অধ্যায় শুরু করবে এবং বিশ্বজুড়ে শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর বাড়াবে চাপ। এখন দেখার বিষয়—জিপিটি–৫ সত্যিই প্রত্যাশিত বিপ্লব ঘটাতে পারে কি না, নাকি এটি হবে কেবল আরেকটি আলোচিত প্রযুক্তি যার সাফল্য সীমিত।